দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

হামলাকারী ফয়জুল জঙ্গিবাদে বিশ্বাসী

দেশজুড়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ, সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা, ফয়জুলের মা-বাবাসহ ৬ জন আটক, দায়িত্বে অবহেলার দায়ে সেই ২ পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার

হুমায়ূন রশিদ চৌধূরী ও আহসান হাবিব, সিলেট অফিস ০৫ মার্চ, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের ওপর হামলা ও তাকে হত্যা চেষ্টার ঘটনায় সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ (শাবিপ্রবি) সারাদেশ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছে। সর্বত্র বইছে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড়। গতকাল রবিবার রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে এ ঘটনাকে 'মুক্তচিন্তার ওপর আঘাত' উল্লেখ করে ঘটনার মূল হোতাদের অবিলম্বে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন বক্তারা। এদিকে হামলার ঘটনায় হামলাকারী ফয়জুল হাসান ওরফে শফিকুরকে প্রধান আসামি করে সিলেটের জালালাবাদ থানায় হত্যাচেষ্টার অভিযোগে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা হয়েছে। ফয়জুল জঙ্গিবাদে বিশ্বাসী বলে জানিয়েছে র‍্যাব। জঙ্গিবাদের বিশ্বাস থেকেই হত্যার উদ্দেশ্যে সে এই হামলা চালিয়েছে। তবে তার সঙ্গে আর কেউ আছে কি-না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সিলেট র‍্যাব-৯ অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আলী হায়দার আজাদ এ কথা জানিয়েছেন।

জালালাবাদ থানার ওসি শফিকুল ইসলাম স্বপন রাত ১২ টার দিকে ইত্তেফাককে জানান, গতকাল রাত ১১ টার দিকে হামলাকারী ফয়জুলের বাবা আতিকুর রহমান ও মা মিনারা বেগমকে নগরীর মদীনা মার্কেট এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে। সিলেট মহানগর পুলিশের উপ-কমিশনার ওয়াহাব মিয়া জানান, অধ্যাপক জাফর ইকবালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দুই পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। হামলার সময় এরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দায়িত্বে অবহেলার কারণে তাদের প্রত্যাহার করা হয়। তবে তিনি তাদের নাম বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

শনিবার বিকালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মুক্তমঞ্চে একটি অনুষ্ঠান চলাকালে এক তরুণ ছুরি নিয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক জাফর ইকবালের ওপর হামলা চালায়। তাকে প্রথমে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও পরে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসক মুজিবুর রহমান জানান, জাফর ইকবালের মাথায় চারটি এবং পিঠ ও বাঁ হাতে একটি করে মোট ৬টি আঘাতের ক্ষত রয়েছে। তবে তা গুরুতর নয়। তিনি মানসিকভাবে দৃঢ় আছেন এবং কথা বলতে পারছেন।

র‍্যাবের ব্রিফিং

গতকাল বিকালে সিলেটে র‍্যাব-৯ এর সদর দপ্তরে এক প্রেসব্রিফিংয়ে র‍্যাব-৯ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আলী হায়দার আজাদ বলেন, ফয়জুল একাই এ হামলায় অংশ নিয়েছে বলে তারা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন। তবে এ বিষয়ে অধিকতর তদন্ত করছেন তারা। এ ঘটনায় র‍্যাব ৪ জনকে

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। এরা হচ্ছেন ফয়জুলের চাচা আবুল কাহার, মামা ফজলুর রহমান, সিলেট মহানগরীর রাজা ম্যানশনের একটি কমিপউটার দোকানের মালিক মঈন উদ্দিন ও আরো একজন। তদন্তের স্বার্থে চতুর্থ ব্যক্তির নাম জানানো যাচ্ছে না। তিনি আরো জানান, মঈন উদ্দিনের কমিপউটারের দোকানে ফয়জুল আট মাস চাকরি করেছে। ফয়জুলের কাছ থেকে র‍্যাব বিভিন্ন তথ্য পেয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে তারা কাজ করছেন। ফয়জুল দাখিল পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে বলে র‍্যাব অধিনায়ক জানান।

‘জাফর ইকবাল ইসলামের শত্রু, তাই হামলা করেছি’

‘জাফর ইকবাল ইসলামের শত্রু, তাই হামলা করেছি’- র‍্যাবের কাছে এমনটিই বলেছে হামলাকারী ফয়জুল হাসান। এর আগে শনিবার রাতে সাংবাদিকদের সাথে ব্রিফিংকালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল আলী হায়দার আজাদ বলেন, “হামলাকারী (ফয়জুল) আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছে। আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। জিজ্ঞাসাবাদে সে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিচ্ছে। সে বলেছে, ‘জাফর ইকবাল ইসলামের শত্রু, তাই তাকে মেরেছি’।” শনিবার বিকালে জাফর ইকবালের উপর হামলার পরপরই ফয়জুলকে আটক করে গণধোলাই দেয় শিক্ষার্থীরা। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। গতকাল বিকেলে ফয়জুলকে র‍্যাবের পক্ষ থেকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।

উত্তাল শাবিপ্রবিতে বিক্ষোভ, মানববন্ধন

গতকাল সকাল থেকে ক্লাস বর্জন করে শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীরা। সকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে তিন সহস্রাধিক শিক্ষার্থী জড়ো হয়। তারা দফায় দফায় বিক্ষোভ করতে থাকে। বিক্ষোভ শেষে হামলাকারীর শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বিক্ষোভকারীরা ড. জাফর ইকবালের ওপর হামলাকারীর বিচার এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে নেপথ্যের ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার দাবি জানান। বেলা ১১টায় শাবি ক্যাম্পাসে শিক্ষক সমিতি ও দুপুর ১২টায় পৃথকভাবে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। শাবিপ্রবি ক্যাম্পাসে দুপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে ছাত্রলীগ। সাধারণ শিক্ষার্থীরাও দুপুরে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করে। পরে তারা উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দেয়। অন্যদিকে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক ফোরাম, বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টসহ অন্যান্য ছাত্রসংগঠন। সিলেটের সুশীল সমাজও এ জঘন্য হামালার নিন্দা জানিয়ে এর মূল উৎপাটনের দাবি জানিয়েছে।

আজ শিক্ষকদের কর্মবিরতি

হামলার প্রতিবাদে আজ সোমবার কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছে শাবিপ্রবি শিক্ষক সমিতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. মোহম্মদ গনী বলেন, সোমবার সকাল ১১টা থাকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে প্রতীকী কর্মবিরতি পালন করা হবে।

সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা

অধ্যাপক জাফর ইকবালের ওপর হামলার সময় ঘটনাস্থল থেকে আটক মাদ্রাসা ছাত্র ফয়জুল হাসান ওরফে শফিকুরসহ কয়েকজনকে আসামি করে মামলা করেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সিলেট মহানগর পুলিশ কমিশনার গোলাম কিবরিয়া জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইশফাকুল হোসেন শনিবার রাতে জালালাবাদ থানায় হত্যাচেষ্টার অভিযোগ দায়েরের পর রবিবার তা সন্ত্রাস দমন আইনের মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইশফাকুল হোসেন গতকাল বলেন, ‘কাল (শনিবার) রাতেই আমরা জালালাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করে এসেছি। সেখানে ফয়জুল ও অজ্ঞাতপরিচয় আরও কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে।’

চাচা ও মামা আটক

অধ্যাপক জাফর ইকবালের ওপর হামলার ঘটনায় হামলাকারী ফয়জুলের চাচা আবুল কাহার লুলইকে (৫৫) আটক করেছে র‍্যাব-৯ এর সদস্যরা। রবিবার ভোরে ফয়জুলের গ্রামের বাড়ি সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার জগদল ইউনিয়নের কলিয়ার কাপন থেকে তাকে আটক করা হয়। দিরাই থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এবিএম দেলোয়ার হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য র‍্যাব সদস্যরা তাকে আটক করেছেন। এর আগে ফয়জুলের মামা ফজলুর রহমানকে সিলেটের কুমারগাঁও শেখপাড়া থেকে আটক করা হয়। ফয়জুলের শেখপাড়ার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে র‍্যাব ও পুলিশ। এ সময় তারা বাড়িটি তালাবদ্ধ দেখতে পায়। বাড়িতে কাউকে না পেলেও পাশের বাড়ি থেকে ফজলুর রহমানকে আটক করে পুলিশ।

চাচার পথে ভাতিজা

ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে ফয়জুলের আরেক চাচা জাহার মিয়ার সাথে গ্রামের মানুষের বনিবনা হতো না। তাই গ্রামবাসী একবার জাহার মিয়াকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়। জাহার মিয়া বর্তমানে বিদেশে। একই কারণে ফয়জুলকেও গ্রামবাসী মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছিল। ড. জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনায় ফয়জুলের গ্রামের লোকজনও নিন্দা জানিয়েছেন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত